মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সুপারিশ প্রণয়নে পাঁচটি কমিটি

বাসস এবং এনা জানান, মুসলিম শিক্ষা বিষয়ক তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলন শেষে গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গতকাল (রবিবার) ৫টি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

সাধারণ নীতি, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পুনঃবিন্যাস এবং মুসলিম সংখ্যালঘু শিক্ষা বিষয়ক গঠিত কমিটিগুলি আজ (সোমবার) বৈঠকে মিলিত হইবে।

মক্কাস্থ মুসলিম শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব কেন্দ্রের মহাপরিচালক ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

সম্মেলনের সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশের শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ মোহাম্মদ সেলিম প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

জেদ্দাস্থ বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ গোলাম নবী সাকিব মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান হইয়াছেন।

ইসলামাবাদের আল্লামা ইকবাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ আহমদ মহিউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পুনঃবিন্যাস সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ডঃ ওয়াসিউল্লাহ খান মুসলিম সংখ্যালঘু বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতে ইসলামের ইতিহাস...

সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র হইতে আগত প্রতিনিধি জনাব শফি কাসকাম অভিযোগ করিয়াছেন. "ইসলামের ইতিহাসকে ভারতে একটি ঔপনিবেশিক বিদেশী শক্তি হিসাবে চিত্রিত" করার একটা প্রচেষ্টা চলিলেছে। সম্মেলনে পঠিত "সংখ্যালঘু শিক্ষা" শিরোনামে এক নিবন্ধে জনাব শফি বলেন, ফিলিস্তিনী মুসলমানরা ইহুদী দখলদারীর অধীনে সর্বক্ষণ প্রাণ এবং সম্পত্তি হারাইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত। ভারতের মুসলমানরাও ভাল অবস্থায় নাই। তাহাদের দুর্দশা এবং মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার কথা আমাদের অজানা নয়। সম্মেসনে গতকাল অপরাহ্নে অষ্টম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে 'সংখ্যালঘু শিক্ষা'র উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর ইষ্ট-ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ওয়াসিউল্লাহ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। যুক্তরাষ্ট্রের জনাব শফি কাসকাস তাঁহার নিবন্ধে বলেন, মুসলিম শিক্ষা বাস্তবধর্মী এবং সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। তিনি উল্লেখ করেন, একজন মুসলমান তরুণকে এমনভাবে তৈয়ার করিতে হইবে, যাহাতে সে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। ইহা ইসলামিক রাষ্ট্রের বাইরে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নহে। কাজেই শিক্ষাকে রাষ্ট্রমুখী করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রমুখী শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হাসিলের পর মুসলমানদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হইবে যাহা অন্যান্য জাতির জন্য উদাহরণ হইতে পারে।

পূর্বাহ্নে ৬ষ্ঠ ও ৭ম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রম পুনঃবিন্যাসের উপর বাংলাদেশের ডঃ এস এম শরফুদ্দিন এবং জেদ্দার বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ নিবাত উল্লাহ সিদ্দিকী দুইটি নিবন্ধ পাঠ করেন।

মুসলিম শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনের ফলো আপ কমিটির চেয়ারম্যান শেখ আহমদ সালেহ জামজুম জেদ্দার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রক্কালে ইসলামিক দেশসমূহের প্রতি নিজ নিজ দেশের শিক্ষা পদ্ধতি ইসলামিকীরণের উদ্দেশ্যে মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন মক্কা ঘোষণার আলোকে শিক্ষাকে ইসলামিকীকরণের উদ্দেশ্যে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সুপারিশমালা মুসলিম দেশগুলিকে অনুসরণ করিতে হইবে। শেখ জামজুম সম্মেলনে যোগদানের জন্য ঢাকা আগমন করিয়াছিলেন। •